দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

# যথাযথ নিয়মে উপাচার্য নিয়োগ দিন

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত নহেন। ফলত এই সকল উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকির দায়িত্বে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নিকট গ্রহণযোগ্য নহেন। তাহারা উপাচার্য হইলেও, যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত নহেন, কেহ কেহ আবার অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করিয়া যাইতেছেন। দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর শিক্ষা কার্যক্রম চালু রহিয়াছে ৮৮টির। আর ইউজিসি কর্তৃক অগ্রহণীয় উপাচার্য রহিয়াছে ৪১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইউজিসির তথ্য অনুযায়ী, দেশের ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযথ নিয়মে নিয়োগকৃত উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং কোষাধ্যক্ষ কোনোটিই নাই। ইহা ছাড়া ৬৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-উপাচার্য এবং ৪৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোষাধ্যক্ষ নাই। এই পরিস্থিতিতে ইউজিসি গণবিজ্ঞপ্তি দিয়া বলিয়াছে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত উপাচার্যের স্বাক্ষর ছাড়া সনদের বৈধতা দেওয়া হইবে না। বিশেষত গত মাসে উপাচার্যবিহীন ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশ করিয়া তাহাদের সনদ বৈধ হইবে না বলিয়া ঘোষণা দেয় ইউজিসি। ইউজিসির ওই বিজ্ঞপ্তি জারি হইবার পর এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত প্রায় ৬০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়াইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লইয়া যাহারা বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করিতেছেন তাহারা বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহাদের আশঙ্কা, যেই সনদের বরাতে তাহারা চাকুরি পাইয়াছেন, তাহা যদি অবৈধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের চাকুরিও অবৈধ হইবে। তবে ইউজিসি জানাইয়াছে, কাহারো ডিগ্রি অবৈধ হইবে না। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ছাড়া কোনো উপাচার্য যদি সনদে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন, সেই সনদটিই শুধু অবৈধ হইবে। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের স্বাক্ষরে পাওয়া অস্থায়ী সনদ বৈধ হইবে। এই সনদ দিয়াই যেকোনো কাজ করা যাইবে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগ পাইবার পর তাহার স্বাক্ষরে স্থায়ী সনদ লইতে হইবে শিক্ষার্থীদের।

জানা গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের অনাগ্রহই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ না হইবার প্রধান কারণ। উপাচার্য, উপ-উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক প্রয়োজন। অভিজ্ঞদের ক্ষেত্রে বেতনও বেশি দিতে হয়। ইহা ছাড়া অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেওয়া উপাচার্য, উপ-উপাচার্যদের সহজে চাকুরিচ্যুত করা সম্ভব। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যদের চাকুরিচ্যুত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির। এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদের কর্মকর্তাদের অপসারণ করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন করিতে হয়। একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তাহাদের অপসারণ করিতে হয়। এই কারণে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এইসব পদে নিয়োগে অনাগ্রহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। যদি উপাচার্যবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪১ হইয়া থাকে তবে ইউজিসি কেন ১৮টির তালিকা প্রণয়ন করিল, তাহা লইয়া প্রশ্ন তোলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সঠিক যে, এই সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে স্থায়ী উপাচার্য, উপ-উপাচার্য না থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইয়া থাকে। আর কোষাধ্যক্ষ না থাকায় আর্থিক বিধিবিধান সঠিকভাবে পালন করা হইতেছে না। ইহাও বলা যায় যে, যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার পূর্বশর্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান রক্ষার বিষয়টিও এইক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের চিন্তাভাবনা মুনাফামুখী হওয়ায় তাহারা যথাযথভাবে উপাচার্য নিয়োগ না দিয়া অর্থের সাশ্রয় করিতেছেন। ফলত এই খাতে শৃঙ্খলা আনয়নে ও মানোন্নয়নে ইউজিসির গৃহীত পদক্ষেপ যথাযথ বলিতে হইবে। তবে শিক্ষার্থীদের আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার দিকটিও আমলে নিতে হইবে। যাহারা সনদ লইয়া চাকুরি করিতেছেন তাহাদের চাকুরির সুরক্ষার দিকটিও ভাবিতে হইবে। সনদের বৈধতার বিষয়টি ইউজিসি পরিষ্কার করিয়া ব্যাখ্যা দিলে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অনিশ্চয়তা হইতে মুক্তি পাইবে।